

জঙ্গি দমনে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করছে

সন্ত্রাস দমন কার্যক্রমে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাকে সহযোগিতা দিচ্ছে। একটি সন্ত্রাস দমন ব্যুরো গঠিত হয়েছে এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও তথ্যের আদান-প্রদান হচ্ছে আরশাদ মাহমুদ, ওয়াশিংটন ও মোস্তফা কামাল, ঢাকা

সন্ত্রাসবাদ ও ইসলামি জঙ্গি দমনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সহায়তা করছে। এ ছাড়া মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশে একটি সন্ত্রাস দমন ইউনিট গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে।

এ প্রস্তাবে বাংলাদেশ সরকারের সম্মতি মিলেছে বলে জানা গেছে। তবে সন্ত্রাস ও জঙ্গি দমনে মার্কিন সহায়তায় সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকার হাতে নিয়েছে বলে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সূত্র ও ঢাকার মার্কিন দূতাবাস জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, দুই বছর ধরে সন্ত্রাস দমন কার্যক্রমে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাকে অর্থ সহায়তাসহ অন্যান্য সহযোগিতা দিচ্ছে। সিআইএর সহায়তায় একটি সন্ত্রাস দমন ব্যুরো (কাউন্টার টেররিজম ব্যুরো) গঠিত হয়েছে এবং সন্ত্রাস দমনে প্রশিক্ষণ, তথ্যের আদান-প্রদান ইত্যাদি কাজ পরিচালিত হচ্ছে। এ ছাড়া ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-৬ সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থাকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা দিচ্ছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে।

সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সূত্র প্রথম আলোর কাছে স্বীকার করেছে, সন্ত্রাস এবং জঙ্গিবাদ দমনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহায়তা দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সহায়তা বাড়ানোর বিষয় নিয়ে আলোচনা অব্যাহত আছে। মার্কিন সরকারের কিছু প্রস্তাবও আলোচনার টেবিলে রয়েছে বলে জানা গেছে।

যোগাযোগ করা হলে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর গতকাল সোমবার বিকেলে প্রথম আলোকে বলেন, জঙ্গি দমনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহায়তা দিয়ে আসছে। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উপযুক্ত ক্ষমতা অর্জনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় অব্যাহত আছে।

এর আগে গত সপ্তাহে বার্তা সংস্থা ইউপিআই জানায়, বাংলাদেশে একটি সন্ত্রাস দমন ইউনিট গঠনের ব্যাপারে বুশ প্রশাসনের প্রস্তাবে ঢাকা রাজি হয়েছে। এই ইউনিট গঠনে যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশকে ১০ কোটি মার্কিন ডলার (প্রায় ৬৭০ কোটি টাকা) দিচ্ছে।

এ ব্যাপারে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের সন্ত্রাস দমন বিভাগের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি খবরটি নাকচ বা নিশ্চিত করেননি। তবে একটি ই-মেইল বার্তায় ওই কর্মকর্তা জানান, মার্কিন কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ ২০০৫ সালে একটি নতুন ও সমন্বিত মুদ্রা পাচারবিরোধী আইনের খসড়া তৈরি করেছে। তিনি জানান, বাংলাদেশ তার ভূখণ্ড, সাগর এবং বিমানবন্দরগুলোয় প্রবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরো কঠোর করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে কাজ করছে।

মার্কিন প্রশাসনের ওই কর্মকর্তা তার ই-মেইল বার্তায় পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ঢাকা বুশ প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। তবে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

বার্তা সংস্থার প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত সন্ত্রাস দমন ইউনিটের ব্যাপারে বিস্তারিত কোনো কিছু না বলা হলেও এটা বলা হয় যে, সন্ত্রাস দমন বিষয়ে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ ইউনিট গঠন করা হবে। বাংলাদেশের সন্ত্রাস দমন ইউনিটের ৭০৭তম বিশেষ মিশন ব্যাটালিয়নকে প্রশিক্ষণ এবং সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা দেবে।

জানা গেছে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন কর্মকর্তা সন্ত্রাস দমন ইউনিট গঠনের ব্যাপারে কাজ শুরু করতে ঢাকা সফরে আসতে পারেন। ইউপিআই এর আগে বলেছিল, পররাষ্ট্র দপ্তরের রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি নিকোলাস বার্নস তার বর্তমান দক্ষিণ এশিয়া সফরের সময় ঢাকা আসবেন। তবে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, তার সফরসূচিতে এবার ঢাকা অন্তর্ভুক্ত নেই।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন গ্যাস্টরাইট অনলাইনে প্রথম আলোসহ বাংলাদেশের কয়েকটি পত্রিকার প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে বলেন, জঙ্গি দমনে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছে। তিনি জানান, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশের সক্ষমতা অর্জনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা দিতে আগ্রহী। এ কাজে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে পরিপূর্ণ অংশীদার হিসেবে পেতে চায়।

গ্যাস্টরাইট যে নতুন প্রস্তাবের কথা বলেছেন সে সম্পর্কে বাংলাদেশ বা যুক্তরাষ্ট্র—কোনো পক্ষই সুনির্দিষ্ট কিছু বলতে রাজি হয়নি। ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের মুখপাত্র গতকাল প্রথম আলোর প্রশ্নের জবাবে বলেন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের অভিন্ন স্বার্থ রয়েছে। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনী। একই সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় হচ্ছে।

প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, জঙ্গি দমনে যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোয়েন্দা দল বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের সঙ্গে কাজ করছে। মার্কিন গোয়েন্দা দলটি বাংলাদেশে জঙ্গিদের অবস্থান, গতিবিধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করছে।